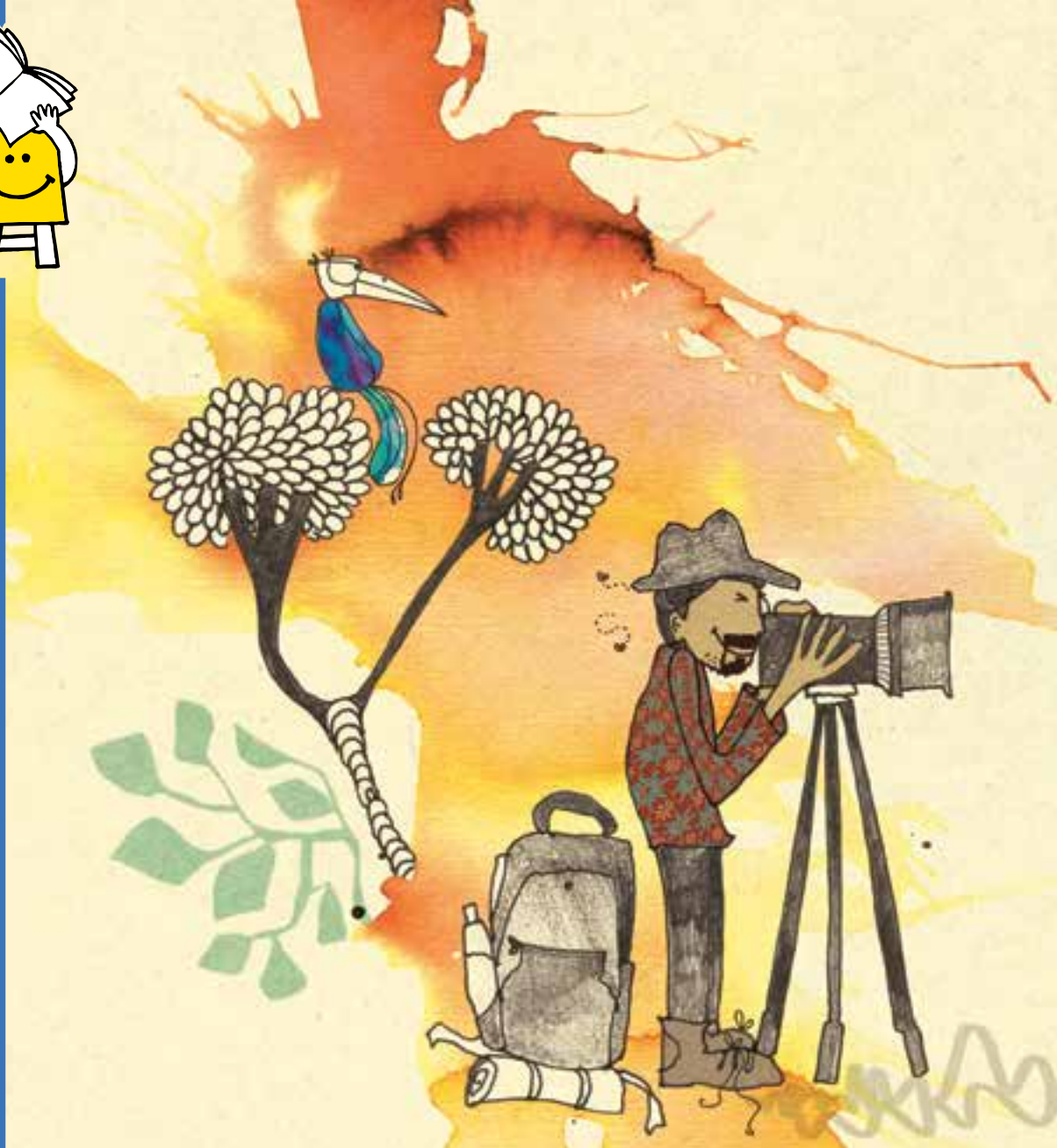

ঘাটি বেড়াল

লেখক: **অম্বিকা রাও**

শিল্পকর: **রুচি শাহ**

'The Cat in the Ghat' by Ambika Rao
Illustrated by Ruchi Shah
'Ghati Beral' — Bengali Translation by Jyotsna Majumdar
© Pratham Books, 2014

Photographs by Sandesh Kadur
© Sandesh Kadur, 2014

First Bengali Edition: 2014

ISBN: 978-93-5022-224-9

Typesetting and layout by:
Pratham Books, New Delhi

Printed by:
Rave India, New Delhi

Published by:
Pratham Books
www.prathambooks.org

Registered office:
PRATHAM BOOKS
621, 2nd Floor, 5th Main, OMBR Layout
Banaswadi, Bengaluru 560 043
T: +91 80 42052574 / 41159009

Regional Office:
New Delhi
T: +91 11 41042483

Some rights reserved. The story text and the illustrations are CC-BY 4.0 licensed which means you can download this book, remix illustrations and even make a new story - all for free! To know more about this and the full terms of use and attribution visit **http://prathambooks.org/cc**.

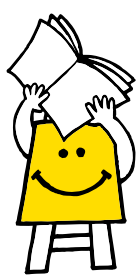

ঘাটি বেড়াল

লেখক: **অম্বিকা রাও**

শিল্পকর: **রুচি শাহ**

বাংলা অনুবাদ: **জ্যোত্স্না মজুমদার**

এক যে ছিলো মামা, নাম স্যান্ডি যার-
ওর প্রিয় ক্যামেরাটি সব সময় হাতে থাকতো তার।

স্যান্ডি মামা ছিলো যখন কচি বাচ্চা ছেলে,
পেত' না আনন্দ সে, বন্ধুদের সাথে কোনো খেলনা দিয়ে খেলে,
সে থাকতো হারিয়ে তার জাদুই জীব-জন্তুর বই নিয়ে
এমন কি ক্লাসে বসেও টিচারের কথা শুনতো না মন দিয়ে।

বড়ো হয়ে মামার বন্ধুরা হোলো ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কোরীয়গ্রাফার
আর স্যান্ডি মামা হলো-বন্য-জগতের ফটোগ্রাফার।

স্যান্ডি মামা কখনো চাইতোনা বড় অফিসে কাজ করতে,
সে চাইতো শুধু সাপ, কুমীর আর কচ্ছপের ছবি তুলতে।

তাই এক দিন সে পরিবার বন্ধু সব ছেড়ে দিয়ে
চলে গেলো জঙ্গলে, স্বাধীন মন প্রাণ নিয়ে।

প্রথমে যাত্রায় যখন মামা গিয়েছিলো পশ্চিম ঘাটে,
সেখানে এক রহস্যজনক বেড়ালকে একবার দেখে ছিলো পথে।

তারপর স্যান্ডি মামা ওর সন্ধানে ঘুরে বেড়ালো বহুদিন
আশা কোরে, যে একটি ছবি ওই বেড়ালের রাখবে সে প্রমান।

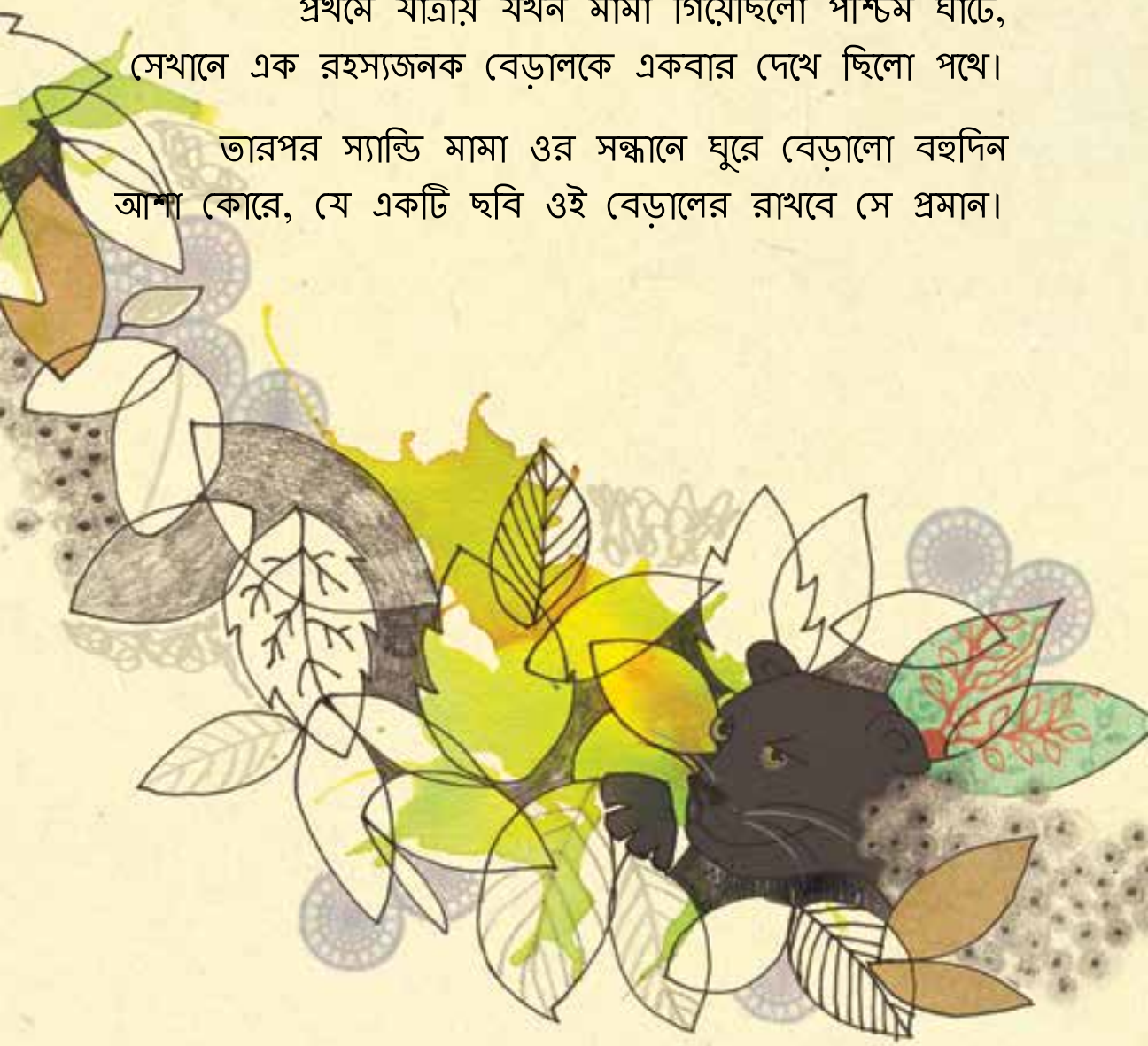

তাই মামা সেই পথ ধরে ফিরে গেলো পশ্চিম ঘাটে
আবার সেই রহস্যজনক বড়ো বেড়ালের খোঁজে।

কোথায় সেই ঘাটের বেড়াল?

ঠিক করলো মামা যে কথা বলবে সে পথে নানা জন্তুদের সাথে
যদি কোনো সূত্র পাওয়া যায় ওই বেড়ালের, রং ছিল যার
ধুসর, তা জানতো সে।

যাত্রা শুরু করলো মামা, ঘাটের পাহাড়ী পথ ধরে
কী গরম - কী রোদ্দুর, তবু চললো সে টুপি পরে।

"খুঁজতে হবে জলাশয়" ভাবলো মামা নিজের মনে,
জলের ধারেই দেখা যায় জন্তু-জঙ্গলে আর বনে!

বলতে পারো কার মুখোমুখি হলো মামা সেখানে?
সব বেড়ালের সেরা, স্বয়ং বাঘ মহাশয় দাড়িয়ে সামনে!

“হে বাঘ মহাশয়”, বললো মামা, “দিতে পারেন আপনি
সন্ধান সেই বেড়ালের?
সে এক লম্বা, চতুর বেড়াল, ঠিক আমার এই টুপির রঙের?”

বাঘ মহাশয় মুখে কিছুই না বলে, অবশেষে,
গর্জে উঠে শুধু তাকালেন পথের ওই পাশে।

“ওঃ বাঃ, এ তো তবে খুব কাছেই...” ভাবলো মনে মামা,
তক্ষুনি বড়ো-বড়ো বৃষ্টির ফোটায় ভিজে গেলো তার জামা।

বৃষ্টির ছাঁটের সাথেই কোত্থেকে এলো এক ঝাঁক উই
পিপড়েরা খেয়ে ফেলেছিলো ওদের অনেককেই।

পশ্চিমী ঘাটে বৃষ্টি নামে ঝরনাধারা হয়ে,
সেই ঝরনাই নদী হয়ে সবাইকে জল দেয়।

তাই, যদি আমরা খাবার জল সঞ্চয় করতে চাই,
তবে পশ্চিম ঘাটের রক্ষা আমাদের করতে হবেই।

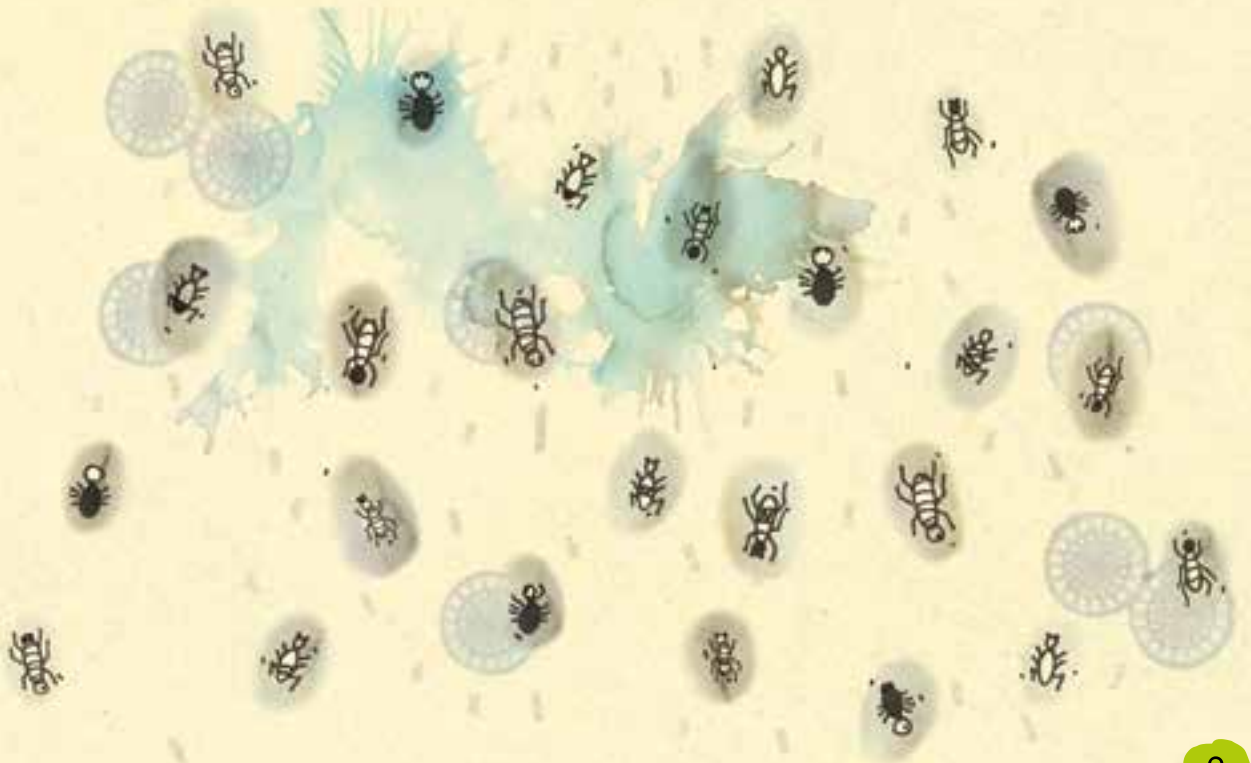

এরপর যে দৃশ্য দেখে মামা আনন্দে গেয়ে উঠলো জোরে,
কী সুন্দর হাতিদের এক পরিবার চান করছে একটি পুকুরে।

“শোনো ভাই তোমরা” মামা ডাকলো তাদের, টুপি নাড়িয়ে,
“দেখেছো কি তোমরা কোথাও এক বড়ো ধুসর বেড়াল কে?

“না, না, না,” বলে উঠলো ওরা সবাই এক স্বরে,
“সত্যি বলছি ওকে আমরা দেখিনি কখনো এখানে।”

একটু পরেই স্যান্ডি মামা নিজেকে পেলো বনের ভিতর
গুনগুনিয়ে উঠলো মামা, “এ হলো পশ্চিমী ঘাটের দ্বিতীয় স্তর।”

“ঘেউ ঘেউ,” উত্তর এলো সেই ঘন জঙ্গলের ভেতর থেকে
“ওঃ এ তো সেই হরিনের ডাক, যারা এমন করে ডাকে!”

তারপরেই মামা দেখে একটি গাছের ওপর
কাঁঠাল চুসে খাচ্ছে একটা সিংহ-মুখী বাঁদর।

সিংহের মত লেজ বিশিষ্ট, ‘মাকাক্যু’ এই জন্তুর নাম
পড়েছিলো একবার মামা এক জন্তুদের বিশ্বকোষে

মামা বললো “সাহায্য করবে তুমি খুঁজতে এক ধুসর
বেড়ালকে?”
“ঠিক আছে,” কাঁঠাল খেতে খেতে বললো বাঁদর
স্যান্ডি মামাকে।

“সোজা এগিয়ে যাও পেরিয়ে সারি সারি লম্বা সবুজ গাছ
যতক্ষণ না দেখো একটা গাছে আছে বিশাল এক মৌচাক।

সেই গাছের নীচে একটা ব্যাং থাকে
সুর্যের আলো থেকে লুকিয়ে ও থাকে মাটির তলায়।

শুনেছি ওই ব্যাংটা নাকি খুবই চালাক-চতুর,
পুরো জঙ্গলটার বিষয়ে ওর জ্ঞান আছে প্রচুর।”

ওই ব্যাং কে দেখার জন্য মামা এতই অধীর হোলো,
যে বাঁদরকে ধন্যবাদ না জানিয়েই মামা এগিয়ে চললো।

ডাইনে-বাঁয়ে, ডাইনে-বাঁয়ে, মামা চললো এগিয়ে
সারি সারি লম্বা সবুজ গাছ-গাছালি পেরিয়ে।

এমন সময় দেখলো মামা একটা বহু লম্বা গাছে
বিশাল বড়ো একখানা মৌচাক ঝুলে আছে।

“ব্যাংব্যাং” - ডাক দিল ব্যাংটা যেন কোথা থেকে,
চারিদিকে খুঁজেও দেখতে পেলো না মামা তাকে।

“ওঃ, তুমি সেই মানুষ, যে বেড়ালকে খুঁজতে এসেছে,
তোমার কথা আমাকে এক ছোট্ট বাদুড় বলেছে।”

স্যান্ডি মামা বললো,
“বলতে পারো বেড়ালটাকে কোথায় খুঁজে পাবো?”
তোমায় একটি অসাধারণ আইরিস্ ফুল দেবো।

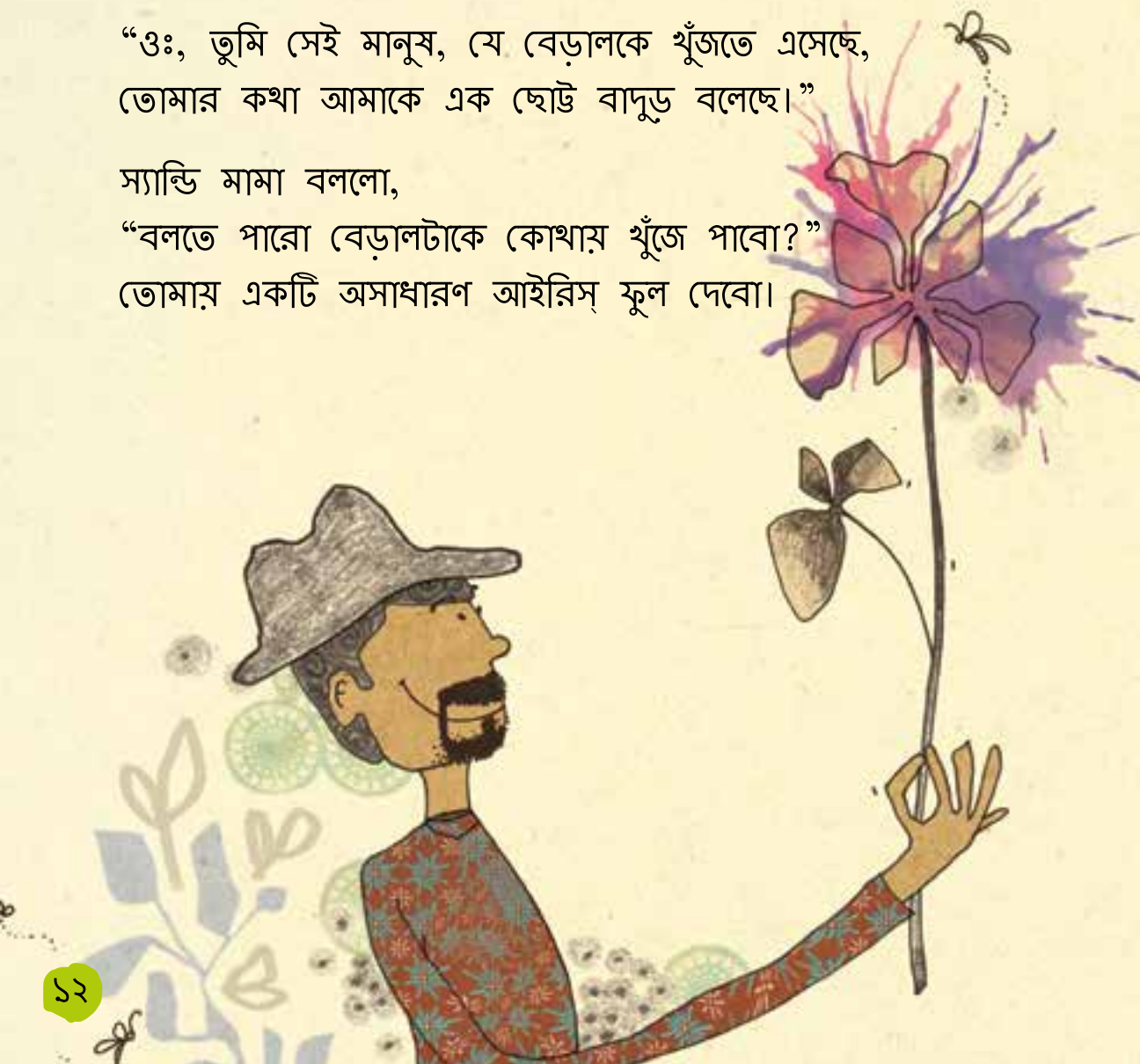

বেগুনী রঙের এই ব্যাংটা – ‘নাসিকা বাট্রাকস’,
পুরো ভারতবর্ষে ওই প্রজাতির একটাই ব্যাং আছে।

ব্যাং বললো “আগে গিয়ে তুমি একটা আদিবাসীকে পাবে,
সে জানে বেড়ালটা কোথায় থাকে, তোমায় পথ দেখিয়ে দেবে।”

“আচ্ছা” স্যান্ডি মামা আশ্চর্য হয়ে মাথা নাড়লো
অমন একটা অসাধারণ ব্যাং সে জীবনে প্রথম দেখলো!

বনের ভেতর মামা যতো এগিয়ে যেতে লাগলো,
ঘন গাছের সারি যেন ততই কমতে দেখলো।

“লোকেরা গাছ কাটে” বললো মামা “সস্তা উত্পাদনের জন্য,
কিন্তু তার ফলে বেচারা জীব-জন্তুদের শোবার জায়গা নেই

এই বন-জঙ্গলগুলিই তো জীব-জন্তুদের ঘর-বাড়ী,
যেমন আমাদের শহরে আছে আমাদের নিজের বাড়ী!”

সেখানের এই অবস্থা দেখে দুখী আর উদাস মনে,
স্যান্ডি মামা নিঃশব্দে প্রার্থনা জানালো মনে-মনে।

“এই বন-জঙ্গলেকে রক্ষা কর, হে ঠাকুর দয়া করে,
বাঁচাও এদের, যাতে জন্তুরা নিশ্চিন্তে থাকতে পারে।”

এই বলে এগিয়ে চললো মামা অনেক উঁচু পথ পেরিয়ে
এইখানেই কোথাও আছে নিশ্চই সেই বেড়ালটা লুকিয়ে।

পুরো পশ্চিমী ঘাটে ওই স্থানটাই সবচেয় নির্জন ছিলো
সবুজ সবুজ তৃনভূমি দেখে মামা এবার বসে গেলো।

এই স্থানে প্রকৃতির এত’ সুন্দর চমৎকার সৃষ্টি দেখে
ভাবলো মামা ‘‘বসে আছি যেন’ আমার ওই রূপকথার দেশে।’’

পিঠে যেন’ কেউ হাত রাখলো, মামা পেছন ফিরে দেখে
কালো রং করা মুখে, একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে।

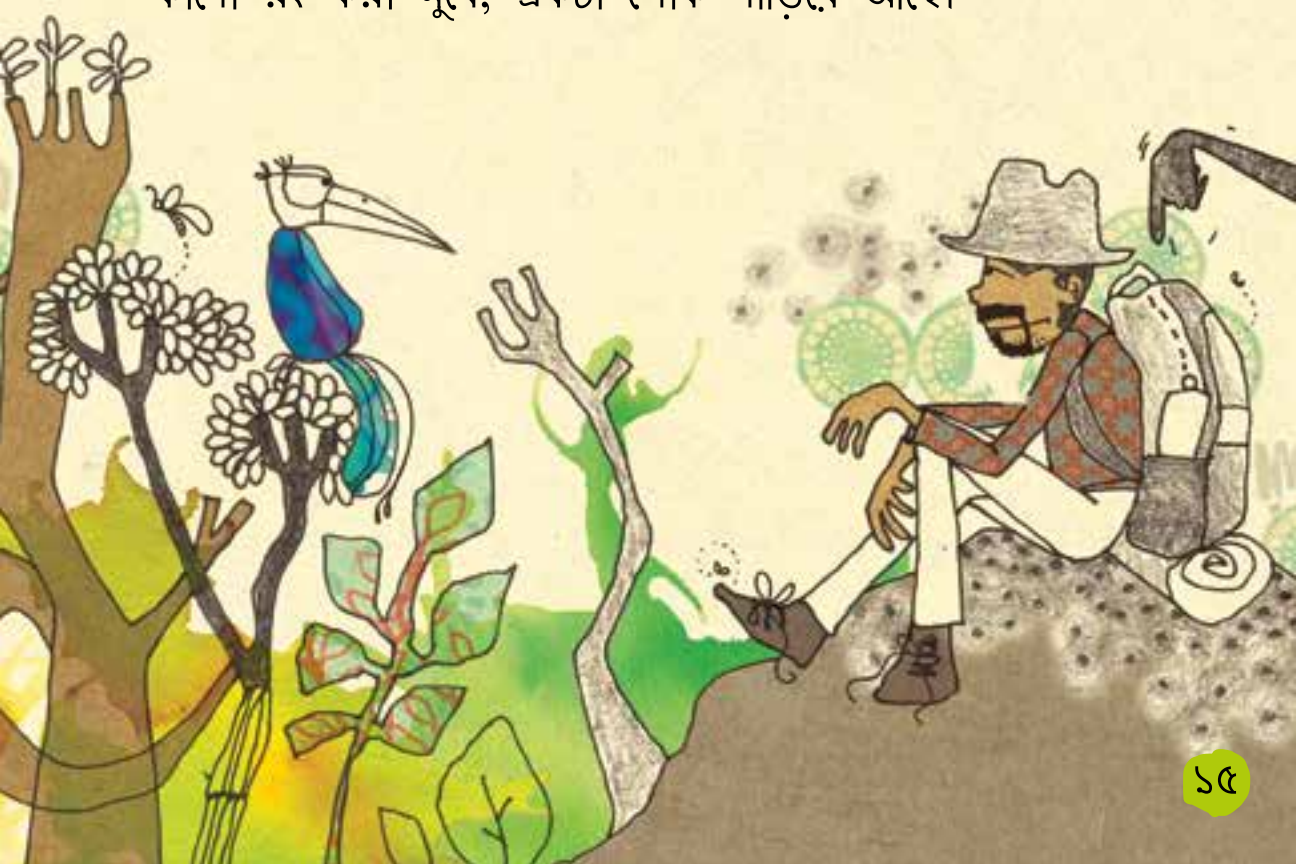

“আপনি কে মহাশয় ?” মামা ওকে জিগ্যেস করলো,
“আমার নাম কৃষ্ণ, এই বনেতেই থাকি” লোকটি বললো।

“ওঃ, কিন্তু মহাশয়, আপনি কি একটু দয়া করবেন?
একটি প্রশ্ন আছে মনে, উত্তর কি তার দেবেন?”

“কোথায় খুঁজে পাই সেই বিশেষ বেড়ালটাকে?
দেখে ছিলাম যাকে একবার বহুদিন আগে?”

“তুমি কি ‘পোগেয়ানের’ কথা বলছ?” লোকটি বললো,
মামা কিছুই বুঝলো না যে, সে কী বলতে চাইলো।

“যে বেড়ালটা আসে আর চলে যায় কুয়াশার মতো,
তুমি কি সেই ভ্রান্তিজনক বেড়াল কে খুঁজছো, বলো তো?”

“ঠিক বলেছেন, ওকেই আমি খুঁজছি”, মামা বললো,
আনন্দে মামার নেচে উঠতে ইচ্ছে করলো।

“ওই ওখানে” লোকটা হাত তুললো উঁচু পাহাড়ের দিকে,
ঐখানেই ওকে দেখেছি আমি, তিন বার কাছ থেকে।

তাই না শুনে মামা নিজেকে ধন্য মনে করলো
খুশিতে এমন ডিগবাজি খেলো, লোকটা অবাক তাকিয়ে রইলো।

আনন্দে মামা শীশ বাজাতে লাগলো যখন দেখলো,
দুটো নর-নীলগিরি টাহার (ছাগল) মাথা ঠোকাঠুকি করছিলো।

এই-ভূভাগে পশুদের এত' অনুকুল থাকতে দেখে
মামা ভাবলো, "আমিও যদি জন্ম নিতাম এই পাহাড়েতে!"

ভাবলো মামা, নিশ্চই বেড়ালটাকে এইখানেই কোথাও পাবে
ঠিক করলো এখানেই চারিদিকে ওর ক্যামেরার জাল ছড়াবে।

তারপর কাজ সেরে মামা পাহাড়ী চূড়ায় গিয়ে
তারায় ভরা আকাশের নীচে পড়লো যে ঘুমিয়ে।

ঘুম ভাঙতেই ছুটে গিয়ে মামা ক্যামেরাটি তুলে দেখলো
হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ক্যামেরায় বেড়ালের কয়েকটি ছবি ছিলো!!

ঘাটের সেই বেড়ালটি !

বাঃ রে! বেড়ালটি দেখতে এখনো ঠিক তেমনি ছিলো,
যেমনটি মামা দশ বছর আগে দেখেছিলো!

হঠাৎ যেন পায়ের ওপর ছোট একটি সাপ চলছে মনে হলো,
চমকে উঠলো, বুঝলো মামা, ঘুমে স্বপ্ন সে দেখছিলো।

প্রার্থনা করলো মামা যেন তার স্বপ্ন হয়ে ওঠে সত্যি
যেন সে খুঁজে পায় শীঘ্রই তার ধুসর বেড়ালকে, নয় কী??

ঘাটি বেড়াল একটি কাল্পনিক কাহিনী। এটি স্যান্ডি মামার পশ্চিম ঘাট
পর্বতমালায় একটি রহস্যাজনক বেড়াল কে খুঁজতে যাওয়ার গল্প। সন্দেশ কুডুর ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক-এর একজন উঠতি আবিষ্কারক, যিনি একজন আলোক-চিত্রি এবং বন্য প্রাণী সংরক্ষণের চলচিত্র নির্মাতা। তার উদ্দেশ্য হলো মানুষ কে আমাদের অবশিষ্ট ও নির্জন প্রান্তরের উপলব্ধি করিয়ে তাকে রক্ষার জন্য অনুপ্রেরিত করা।

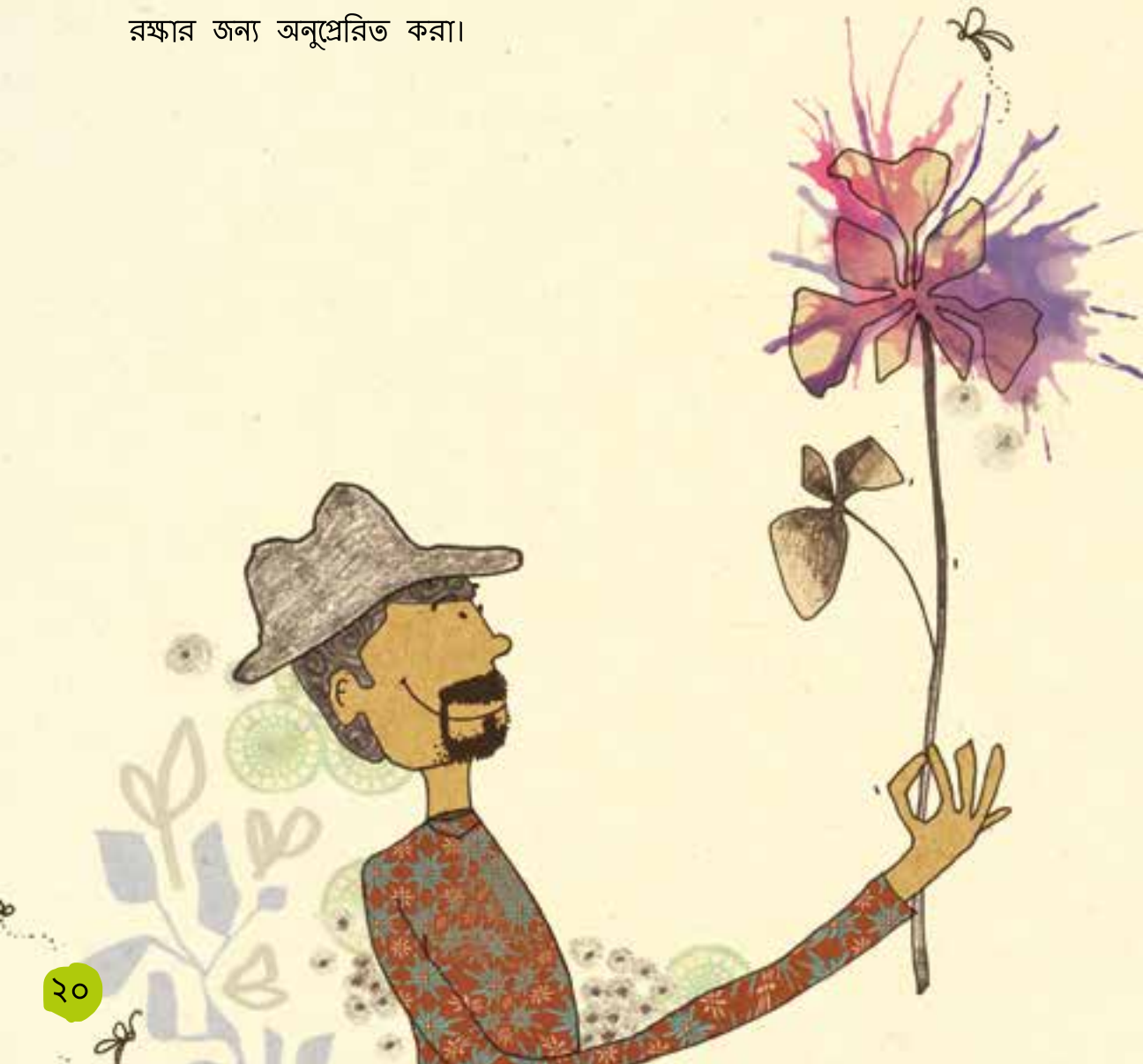

Read India

প্রথম বুক্স্ শুরু হয় ২০০৪ সালের জাতীয় ‘রিড ইন্ডিয়া’ অভিযানের অংশ হিসাবে। যার উদ্দেশ্য ছিল শিশুদের মধ্যে বই পড়ার উৎসাহ জাগিয়ে তোলা। প্রথম বুক্স্ একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান যার নিজের উদ্দেশ্য বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় উচ্চ স্তরের শিশুপাঠ্য বই প্রকাশ করা। ‘প্রতিটি শিশুর হাতে একটি বই’ দেখতে পাওয়া ও সকল শিশুদের জন্য পড়ার আনন্দ সমানভাবে উপলব্ধ করাই আমাদের একান্ত প্রয়াস। যাঁরা এই প্রচেষ্টায় আমাদের সাহায্য করতে উৎসুক তাঁরা এই ই-মেলে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন:

info@prathambooks.org

অম্বিকা রাও এক বিজ্ঞাপন লেখক যিনি প্রচুর প্রকাশনে রেডিও এবং টি.ভি.তে কাজ করেছেন। “ঘাটে বেড়াল” ওনার বাচ্চাদের জন্য লেখা প্রথম গল্প, যেটা লিখে উনি এত আনন্দ পেয়েছেন যে উনি ছোট পাঠকদের জন্য আরও অনেক গল্প লিখতে থাকতে চান.

রুচি শাহ বিভিন্ন গল্প ও তার আসে-পাশে ছড়ানো জগত থেকে উত্প্রেরিত।নানা রঙের মিশ্রণে ছবি এঁকে উনি কল্পনা এবং বাস্তবের মাঝের দুরত্ব কে অনায়াসে মুছে দেন. অভিজ্ঞতার স্বপ্নদ্রষ্টা ও চিত্রকর, সদা-উত্সুক রুচি শাহ স্কুলের দেয়ালে ও বাড়িতে রঙিন ছবি এঁকে শূন্য স্থানকেও জীবন্ত করে তোলেন।

এই বইটা তোমাদের নিয়ে যায় পশ্চিম ঘাটের গভীর জঙ্গলের ভেতর। এক বন্য-জগতের আলোকচিত্রকর একটি দুষপ্রাপ্য বুনো বেড়ালের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে, এবং তার সাথে পথে দেখা হয় অনেক রকমের আশ্চর্যজনক জীব-জন্তুদের সাথে। বাস্তবিক জীবনের এই সাহসিক অভিজানের গল্প দিয়ে অনুপ্রেরিত হয়ে আঁকা অদ্ভুত ছবিগুলি এই গল্পকথা কে আরও বেশী রোচক কোরে তুলেছে। এই অনুসন্ধানে তোমাদের যোগ দেওয়ার জন্য এর চেয়ে ভালো নিমন্ত্রন আর কী হ'তে পারে।

পড়তে শেখা - ধাপে ধাপে। এই বইটি ৪ স্তরের অন্তর্গত।

পড়ার শুরু/পড়ে শোনানো

খুব ছোট শিশুদের জন্য - যারা পড়তে শুরু করতে চায় আর গল্প শুনতে ভালবাসে।

১

পড়তে শেখা

সেই সব শিশুদের জন্য যারা কিছু জানা শব্দ চিনতে পারে আর সাহায্য পেলে নতুন শব্দ পড়তে পারে।

২

৩

নিজে পড়া

সেই সব শিশুদের জন্য যারা নিজে-নিজে পড়তে তৈরী হয়ে উঠেছে।

স্বচ্ছন্দে পড়া

একটু বড় শিশুদের জন্য যারা নিজেরাই স্বচ্ছন্দে পড়তে পারে।

৪

PRATHAM BOOKS

প্রথম বুক্স্ একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান যা বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় শিশুপাঠ্য পুস্তক প্রকাশ করে, যাতে শিশুরা বই পড়তে ও ভালবাসতে শেখে।

www.prathambooks.org

The Cat in the Ghat
(Bengali)
MRP: ₹ 40.00

ISBN 978-93-5022-224-9

9 789350 222249